R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
একরঙ্গে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৩শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৩শে মার্চ, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

জেলার ৩টি কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পরাজয়

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৩ মারচ—লোকসভার নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি আসনেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। বহরমপুর কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন আর এস পির ত্রিদিব চৌধুরী। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক লক্ষ দু'হাজারেরও বেশী ভোটে পরাজিত করেছেন। ত্রিদিববাবু ১৯৫২ সাল থেকে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়ে আসছেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেসের আজিজুর রহমান ৩৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জনতা দলের কাজেম আলি মির্জার কাছে পরাজিত হয়েছেন। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যাল দু'হাজারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসের হাজী লুৎফল হককে। হক সাহেব এই কেন্দ্রে ১৯৬৭ সাল থেকে জয়লাভ করে আসছিলেন। বিজয়ী ত্রিদিববাবু এবং বিজিত হক সাহেব দু'জনেই ভেঙে দেওয়া লোকসভার সদস্য ছিলেন।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে লুৎফল হক সাহেবের। ভোট গণনার সময় প্রতি মুহূর্তে তাঁদের সেই লড়াইয়ে উত্তেজনার উত্তাপ পোহাতে দেখা যায় উভয় পক্ষের সমর্থকদের। ভোট গণনা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ২১ তারিখেই। কিন্তু ২০ মারচ সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা স্থগিত রাখা হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সেতুর দাবিতে ৯টি বুথে ভোট বর্জন জাল ভোট দিতে গিয়ে ৩জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মারচ—গতকাল জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খড়গ্রাম থানার ৩নং ঝিল্লি অঞ্চলের তিসিডাঙা, বাবলাডাঙা, নোনাডাঙা, কেলহা, বালসা, কচুবাড়ি, বাঁকিপুর, যাদবপুর, জাফরপুর ও কুতুবপুর গ্রামের ৯টি বুথের সাড়ে আট হাজার ভোটদাতা লোকসভার ভোট বর্জন করেছেন। তাঁদের অভিযোগ জাফরপুর ও কেলহা গ্রামের মাঝে ব্রাহ্মণী নদীর ওপর সেতু তৈরীর জন্য তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হয়নি। অথচ সেতুর অভাবে এখানকার লোকেদের ব্রাহ্মণী নদী পারাপার এবং ফসল আনা-নেওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সকলে মিলে এক যোগে ভোট বর্জন তারই জলন্ত প্রতিবাদ।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুলে ভরা ভোটার তালিকায় অনেকে 'নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত'

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ মারচ—ভুলে ভর্তি ভোটার তালিকায় এবার অনেক ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর একাদিক্রমে ভোট দিয়ে আসছেন এমন বহু ভোটদাতার নাম এবার ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। এখন পর্যন্ত 'আমরা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত' একজন ভোটদাতার কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী—নাম শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি ভোট দিয়ে আসছেন। কিন্তু এবার তাঁর নাম ভোটার তালিকায় নাই। একজনের নাম দু'বার করে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দলত্যাগী কংগ্রেসীদের সি এফ ডি-তে যোগদান

সাগরদীঘি, ২০ মারচ—সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের আরো ৪জন সদস্য তারাপদ দাস বিশ্বাস, গয়ারাম চৌধুরী, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং তারক ভকত কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছেন। এঁদের নিয়ে এই ব্লকে দলত্যাগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়। দলত্যাগীরা সকলে সি এফ ডি-তে যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আরো অনেক সদস্যের কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের সম্ভাবনা আছে বলে পূর্ববর্তী দলত্যাগী লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান। তিনি আরো জানান, এখন পর্যন্ত ১২জন সদস্য নিয়ে তাঁরা এই ব্লকে গণতন্ত্রের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটরঙ্গ—১৯৭৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৭ সালে ভোটরঙ্গের সবচেয়ে বড় রঙ্গ নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি। তেল, চাল, মশলাপাতি, তরি-তরকারী, চা ইত্যাদি প্রভৃতির অগ্নিমূল্যে জনজীবন অতিষ্ঠ। আর ঠিক তারই সন্ধিক্ষণে এই নির্বাচন—লোকসভার নির্বাচন। প্রবীণদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ, তাঁরা বিগত ৩০ বছরের নির্বাচনে অথবা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঠিক এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে দেখেননি; তাঁরা দেখেছেন নির্বাচনের সময় জিনিসপত্রের দাম কমতে, এবার দেখলেন বাড়তে। আর সেই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল ১৯৭৭ সালের নির্বাচন—লোকসভার সাধারণ নির্বাচন। গত বুধবার ১৬ মারচ ছিল সেই ভোট-তিথি। সেই উপলক্ষে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে সংঘটিত নির্বাচনের কিছু ছুট্ খবর এখানে পরিবেশিত হল।

পিতৃবিয়োগ : নির্বাচনের দিন দুপুর নাগাদ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে খবর এল কর্তব্যরত প্রিজাইডিং অফিসার অসিত মিত্রের বাবা মারা গিয়েছেন। অসিতবাবু রাত্রে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে ফিরে আসামাত্র একটি জীপ দিয়ে সেই রাত্রেই তাঁকে ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হল। 'খারাপ খবর' এর অর্থ তিনি বুঝতে পেরে নিঃশব্দে চলে গেলেন বহরমপুর, যেখানে তাঁর বাবার মৃতদেহ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এসজোটোব্যাকটর
পাট চাষের খরচ কমায়
ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস. ইণ্ডিয়া. ৮৭. লেনিন সরণী. কলিকাতা-১৩

'তোমারই হউক জয়'

জনগণদেবতা, তোমাকে প্রণাম জানাই। তোমরা লক্ষে লক্ষে, কোটিতে কোটিতে যে মহাশক্তির অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছ, সে শক্তির অপরিমেয়তার কাছে আর সব শক্তি অতি তুচ্ছ, অতি হীনপ্রভ হইয়াছে। আনিয়াছ মহা জাগরণ, নবীন উদ্ধারণ। এই উদ্ধারণ কোন ব্যক্তি বিশেষের কৃত নহে ; ইহা গণদেবতা, তোমারই দান।

ত্রিশ বৎসরের নিরঙ্কুশ জমানা শেষ করিয়া দিয়াছে লোকসভার ষষ্ঠ নির্ব্বাচন। অলক্ষ্যচারী কোন এক আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত করিয়া 'জনতা'র জয় ঘোষণা করিয়াছে। কিসের এই জনতা? গণতন্ত্রপ্রিয় কোটি কোটি ভারতীয়ের এই জনতা। যে জনতা চাহিয়াছিল—মানুষের অধিকারকে যাহারা অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে, যাহারা দুর্গত মানুষের অসহ্য দুর্গতির প্রতিবিধানের জন্য বিন্দুমাত্র সচেষ্ট না হইয়া আপনাদিগের ভোগৈশ্বর্যের প্রাচুর্যতায় মশগুল হইয়া শুধু শুষ্ক মধুর বাণী শুনাইয়া আসিতেছিল, তাহাদের শিক্ষা দিতে, যাহারা যেখানে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সেখানেও উল্লাস দেখাইয়া আসিতেছিল, তাহাদের দৃষ্টির অন্ধতমসা অপসারিত করিতে, যাহারা জনজীবনের অসহনীয়তা আনিয়া এবং অপরদিকে জনকণ্ঠ রোধ করিবার বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতেছিল, তাহাদের 'ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাংটি দিয়ে/খেতে যখন দুধে-ঘিয়ে/তখন লাগত না ক' লাজ'-এর 'সেই যে আমার নানা রংয়ের দিনগুলি'র অবসান ঘটাইতে। মহাতমিস্রার অবসানে জনতাসূর্য দীপ্তিমান। এই সূর্যের 'জবাকুসুমসঙ্কাশ'তাকে আমরা অভিবাদন করি।

হার-জিতকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রবন্ধের নির্ব্বাচনী উপসংহার আজ নহে। আমরা আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছি, মুক্তির শ্বাস লইতেছি। কুড়ি মাসের রুদ্ধকণ্ঠে আজ শিথিল মুষ্টির স্বস্তি। যে সেন্সার ব্যবস্থা সংবাদপত্রকে বহু বহু বাস্তব সত্য প্রকাশ করিতে দেয় নাই, আজ তাহা নাই। স্বাধীন দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে কাড়িয়া লইয়া সংবাদপত্রগুলিকে দীর্ঘদিন পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে দেওয়া হয় নাই। জনসেবার সুযোগ বঞ্চিত হইয়া আমরাও খুঁজিতেছিলাম মুক্তির পথ, আজ সে রাহুমুক্তি ঘটিয়াছে। দেশের জরুরী অবস্থার আঁস্তাকুড়ে যে সব ছত্রাক রাজনীতিকের জন্ম হইয়াছিল, জনতাসূর্যের প্রখর তাপে তাহাদের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, যে উদ্ধত অন্যায়ের প্রশ্রয়ে সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবিহীন অযোগ্যতা লইয়া রাতারাতি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভে অপরিসীম তৃপ্তি এবং 'যুগ যুগ জিয়ো'-র মধুস্রাবী শ্লোগানে শ্রবণসুখ ঘটিত, জনতার হুঙ্কারে সে নেতৃত্ব ধূলাবলুণ্ঠিত। অন্যায়ের বেসাতি করিয়া একচেটিয়া কারবার গড়িয়া তুলিতেছিলেন যে সব মতলববাজ দেশসেবী, তাঁহাদের দিন সমাপ্ত। উদগ্র আকাঙ্ক্ষার সীমাহীন স্পর্দ্ধায় ধরাশায়ী তাঁহারা ভাবিতেছেন,—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'।

জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার অচিরেই শাসনভার গ্রহণ করিবেন। সে সরকার কোন নির্দিষ্ট, কোন চিহ্নিত দলের নহে, সে ত জনতার সরকার।

'ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়/তোমারই হউক জয়'

—জয় হিন্দ!

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

কংগ্রেসীদের সি এফ ডি-তে যোগদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য কংগ্রেস দলের সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই দলে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসের ৬ জন দলত্যাগী। বাকী ৬ জন কোন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন মাত্র।

অপরদিকে সি পি এম দল থেকে ব্যাপক হারে পদত্যাগের ঘটনাকে সি পি এম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র 'নির্বাচনের বাজারে একটি ষ্টান্ট' বলে অভিহিত করেছেন। রঘুনাথগঞ্জে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন নাম-গোত্রহীন সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

পুত্র একটি দেয়ালপত্রে 'Indira is India' লেখা দেখে বললে—

"বাবা, দেখো কেমন ছাপার ভুল! India is India—হবে ত। ও মা, কী বোকা!"

* * *

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল ওরফে সম্বলবাবু।

শ্রীবাতুল বলছেন—জনতাই তাঁর সম্বল কি না।

* * *

জনতা পার্টির জয়ে জয় প্রকাশ বলেছেন ২১ মারচ—'আজ আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন'

জয় (Joy) প্রকাশ!

* * *

'জনতার কাছে অনেকেই হেরেছেন'—জনৈকের উক্তি।

জন—তার কাছে কে হারবে না বলুন?

* * *

হর্ষবর্দ্ধন-এর শ্রীবাতুল এতদিনে মুখ খুললেন?—প্রশ্ন।

গলা টিপে ধরায় হাঁ করেছিলাম, স্বর বেরুতো না।

ভুলে ভরা ভোটার তালিকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আছে এমন বহু দৃষ্টান্ত এবারে ভোটার তালিকায় রয়েছে। ভোটার তালিকায় ভুল আছে বিভিন্ন ধরনের। যেমন বাবার নাম ভুল, স্বামীর নাম ভুল, পদবী ভুল। আবার কারো বাড়ী এক পাড়ায় ভোটার তালিকায় তাঁর বাড় অন্য পাড়ায়। স্ত্রীকে পুরুষ, পুরুষকে স্ত্রী, স্বামীকে পিতা, পিতাকে স্বামী করা হয়েছে এ রকম উদাহরণ ভোটার তালিকায় অজস্র। আবার ছেলের বয়স বাবার ঘরে, বাবার বয়স ছেলের ঘরে এ রকম উদাহরণও আছে। জীবিত লোকের নাম নাই, মৃত লোকের নাম আছে ভোটার তালিকায় সে রকম দৃষ্টান্ত ব্যাপক। এই সমস্ত ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে ভোটারদের। তাঁরা ভোট দিতে গিয়ে ক্ষুব্ধহয়ে ফিরে এসেছেন। কেউ কেউ চটেছেন কর্মীদের ওপর। অথচ কর্মীরা বলছেন, তাঁরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটদাতাদের নাম লিখেছেন এবং নির্ভুল তালিকা মহকুমা শাসকের অফিসে পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে চূড়ান্ত তালিকায় ভুল কি করে হল তা তাঁরা জানেন না। অনেক ভোটদাতা এবং কর্মী ভুলে ভর্তি ভোটার তালিকা তদন্ত সাপেক্ষে সংশোধনের দাবি করছেন।

সেতুর দাবিতে ৯টি বুথে ভোট বর্জন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ, প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত কয়েকটি সংবাদে প্রকাশ গতকাল জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ এবং জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে পৃথক পৃথক তিনটি মামলা জঙ্গিপুর আদালতে রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত তিনজনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্ম তনগরের রাজ্জাক সেখকে গ্রেপ্তার করা হয় জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৬৪ নং খামরা-ভাবকী জুনিয়র হাই স্কুল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে। রাজ্জাক সেখ এখানে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সুতী থানার তাঁতীপাড়া গ্রামের রণজিৎকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করা হয় ৫১নং অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে। ফরাক্কা কেন্দ্রের ১০ নং বুথের প্রিজাইডিং অফিসারের অভিযোগক্রমে ফরাক্কা কলোনী-র চুলুহা নামে আর একজন ভোটদাতকে গ্রেপ্তার করা হয় জাল ভোটদানের চেষ্টার অভিযোগে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার মঙ্গলজনে গতকাল বিকেলে কংগ্রেস এবং সি পি এম এজেন্ট দের মধ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে হাতাহাতির খবর পাওয়া গিয়েছে। এই বুথে ভোটার তালিকা ছিল কংগ্রেস এজেন্টের কাছে, সি পি এম এজেন্টের কাছে কোন ভোটার তালিকা ছিল না। ২৭ বৎসর পর এই বুথটি ঘোড়শালা থেকে মঙ্গলজনে স্থানান্তরিত করায় বহু ভোটার ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলেও জানা যায়।

গতকাল বিকেল নাগাদ জঙ্গিপুর হাই স্কুল বুথে জাল ভোট দেওয়ার গুজব ছড়িয়ে কংগ্রেসের তিনজন সমর্থক ভোট গ্রহণ বানচালের চেষ্টা করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটরঙ্গ—১৯৭৭

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আত্মীয়-স্বজন।

সর্পাঘাত : ১৬ মারচ সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের ৬৮ নম্বর খাটোয়া প্রাইমারী স্কুল বুথে পাহারা দিচ্ছিলেন কান্দীর হোমগারড শ্রীকুমার পাল। বেলা একটা নাগাদ সেখানেই তাঁকে একটি সাপ দংশন করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে তিনি ১৮ মারচ ছাড়া পেয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১৮২/৭৫ অন্য

বাদী কুমারীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতা ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং চারকলগ্রাম, থানা নানুর, চৌকি বোলপুর, জেলা বীরভূম।

বঃ

বিবাদী বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺ সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবী মাতা পক্ষে সেক্রেটারী সন্তোষকুমার দে মণ্ডল সাং বংশবাটী, থানা সুতী।

যেহেতু বীরভূম জেলার অধীন নানুর থানার অন্তর্গত চারকলগ্রাম নিবাসী ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কুমারীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—থানা সুতীর অধীন বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবী মাতা পক্ষে সেক্রেটারী শ্রীসন্তোষকুমার দে মণ্ডল পিতা ৺মাখনচন্দ্র মণ্ডলকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া থানা সুতীর অধীন মৌজা বংশবাটী মধ্যে সাবেক ৪৫৯ হাল ৩২৭৮নং খতিয়ানভুক্ত ২১৯৬নং দাগের ৪৯ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় জঙ্গিপুর ১ম মুঃ আদালতে ১৮২।৭৫নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। তাহাতে বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবী মাতা পক্ষে যে কোন ব্যক্ত বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য আদালতে দাখিল করিবার নিমিত্ত আগামী ৩১।৩।৭৭ তারিখে দিন ধার্য্য করা হইল।

By Order of the Court,
Sd/- B Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur

খুন না হতেই : নির্ব্বাচনের দিন সকালে সুতী থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম থেকে অমরকুমার দাস একজন সঙ্গীকে সঙ্গে করে সুতী থানায় অভিযোগ করল তার বোন ভগ্নীপতির প্রহারে প্রাণ হারিয়েছে। এফ আই আর লিখে নিয়ে দারোগা নির্ব্বাচনের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে ছুটলেন সুতী থানার পারুলিয়া গ্রামে যেখানে অমরকুমার দাসের বোন আমোদীবালার বিয়ে হয়েছিল। গিয়ে দেখেন আমোদীবালা জীবিত! ব্যাপার কি? খুন না হতেই অভিযোগ! দারোগা জানতে পারলেন, আমোদীবালা নিজেই গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল পারিবারিক অশান্তি এড়াতে। কে একজন তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। রটে গিয়েছে আমোদীবালাকে তার স্বামী পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আর সেই রটনা শুনেই 'কাকে কান নিয়ে পালিয়েছে কি না' না দেখেই অমর সোজা ছুটেছে থানায়।

বাবার নাম : ভোটার তালিকায় বাবার নাম ভুল থাকলে কোন্ ছেলের না রাগ হয়! একই কারণে শহর রঘুনাথগঞ্জের রিকসা চালক গৌর এবার ভোটদানে বিরত থেকেছে। ভোটার তালিকায় তার বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে শুনেই ভোটের দিন সে আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছে: 'আমার নাম ভুল বলতে বললে বলে দিতাম কিন্তু বাবার নাম ভুল বলতে যাবো কেন? ভোট দেওয়া হল আর না হল বাবার নাম ভুল বলতে পারবো না।'

টেণ্ডার ভোট : পোপাড়ার মিনতি দাস সাগরদীঘি হাই স্কুল বুথে গিয়ে দেখেন তাঁর ভোটটি তিনি আসার আগেই অন্য কেউ দিয়ে চলে গিয়েছে। তিনি প্রিজাইডিং অফিসারকে সেকথা জানান। প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেণ্টদের ডেকে নিঃসন্দেহ হবার পর মিনতি দাসের টেণ্টার ভোট গ্রহণ করেন।

আটক উদ্ধার : ভোটের দিন সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের উপকণ্ঠে উপলাই বিলের সেতুটি ভেঙ্গে যায়। ফলে ভোট গ্রহণ শেষে বালিয়া বুথের পোলিং পারটি আটকে যান। প্রশাসনের একটি সেকটর থেকে বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা করে রাত তিনটে নাগাদ ব্যালট বাক্স সমেত পোলিং পারটিকে নিয়ে আসা হয়।

সেতুর দাবিতে ১টি বুথে ভোট বর্জন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন পুলিশ অফিসার দ্রুত বুথে উপস্থিত হয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করেন।

সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উজ্জ্বলনগর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গতকাল লোকসভার ভোট গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর একজন ভোটদাতা ভোট দিতে গেলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে ফিরে যেতে বলেন। তখন পৌনে পাঁচটা বাজে। ভোটদাতাটি গ্রাম থেকে প্রায় ১০০ লোক ডেকে এনে প্রিজাইডিং অফিসারকে শাসান, মারধোরের ভয় দেখান এবং বুথে গোলমালের চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে খবর পেয়ে সাগরদীঘি থানা, মনিগ্রাম পুলিশ সেকটর এবং বালিয়া পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশ বাহিনী গিয়ে বুথটি ঘিরে ফেলে। ভিড়ের সুযোগে ভোটদাতাটি আত্মগোপন করেন। জানা যায় তিনি একজন স্কুল শিক্ষক।

অন্ধ ভোটার : সাইদপুর ইউ এন জুনিয়র হাই স্কুলে তিনজন অন্ধ ভোটদাতাকে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং পারটি এবং বহু ভোটদাতা পানীয় জলের জন্য কষ্ট পেয়েছেন। কারণ বাণীপুর গ্রামে একটি মাত্র টিউবওয়েল, তাও মেরামতির অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব ২—৩ এপ্রিল

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ মারচ—নির্ধারিত সময়সূচী ২৬—২৭ মারচের পরিবর্তে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব আগামী ২—৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জেলার ৩টি কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পরাজয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবশেষে ফলাফল ঘোষিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি কেন্দ্রের। তার মধ্যে জঙ্গিপুর সবার শেষে। বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের ফলাফল সরকারীভাবে জানা যায় রাত্রি সাড়ে নটায়। জঙ্গিপুরের রাত্রি এগারটায়। শশাঙ্কবাবু পেয়েছেন ১৫৫৫০৮ ভোট, লুৎফল হক পেয়েছেন ১৫২৮২২ ভোট।

জঙ্গিপুরের ফলাফল গতকাল বেসরকারীভাবে জানা যায় বিকেল সাড়ে চারটেয়। শশাঙ্কবাবুর জয়ের সংবাদে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পটকার আওয়াজ, মিষ্টির বাজি এবং মিষ্টি খাওয়ানোর হিড়িক পড়ে যায়। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আতশ-বাজি পোড়ানো হয়। শহরের রাস্তায় আলোকসজ্জা দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ৩১ মারচ পর্যন্ত জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করায় কোন বিজয়োৎসবের মিছিল বেরোয়নি। গতকাল বিকেলে শহরে সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর লোকেদের ট্রাকে করে শহর প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। আজ জঙ্গিপুরে বিজয় মিছিল বের হয়।

গোপালনের মৃত্যুতে শোক ঃ সি পি আই (এম) নেতা এ কে গোপালনের মৃত্যুতে আজ এখানে শোক পালন করা হয়। রঘুনাথগঞ্জে পারটি অফিসে পারটির পতাকা অর্ধ-নমিত রাখা হয় এবং ক্যাডাররা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে দল শোকসভা করতে পারেননি বলে জানা যায়। আজ একটি শোকমিছিল শহর পরিক্রমা করে।

৩টি কেন্দ্রের ফলাফল ঃ—

জঙ্গিপুর ঃ শশাঙ্কশেখর সান্যাল (সি পি এম) ১৫৫৫০৮। নির্বাচিত। লুৎফল হক (কংগ্রেস) ১৫২৮২২। টি এ নুরন্নবি (নির্দল) ৬৭৬১। মহঃ ইজরাইল ২১০০। মোট ভোট ৫৬৪৯৯৩ প্রদত্ত ভোট ৩২৮২২২। বাতিল ভোট ১০৯৩১।

মুর্শিদাবাদ ঃ সৈয়দ কাজেম আলি মিরজা (জনতা) ১৪০৯২৭ নির্বাচিত। আজিজুর রহমান (কংগ্রেস) ১০৪৮৩৮। মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম (নির্দল) ৬৯৬৯৭। সামসুজ্জোহা বিশ্বাস (এস ইউ সি) ২৮৪৮০। বারীন্দ্রনাথ রায় (নির্দল) ৪৫৯৬। এ কে হাজিকুল আলম (নির্দল) ৩৩৭৭। প্রদত্ত ভোট ৩৬৩৭৪৪। মোট ভোট ৫৮৬৭১২। বাতিল ভোট ১১৮২৯।

বহরমপুর ঃ ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি) ২০৪৮০৯। নির্বাচিত। সুদীপ ব্যানারজি (কংগ্রেস) ১০২৬২৯ আনিসুর রহমান খোদাবক্স (নির্দল) ৬৩১০৪। আবদুল হালিম (নির্দল) ৪৩৩৯। মহসীন আলি (নির্দল) ৫৭০৬। মোট ভোট ৬৪৪৪০২। প্রদত্ত ভোট ৩৯১২৭৫। বাতিল ভোট ১০৬৮৮।

সংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুর লোক-সভা কেন্দ্রের পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী হাজী লুৎফল হকের ভোট পুনর্গণনার আবেদন রিটারনিং অফিসার নাকচ করে দেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর

১১১তম খেলায় আমাদের কাউণ্টার থেকে

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০ টাকা

টিকিট নং B 176430

বিক্রেতা ঃ— রাজীব ষ্টোরস্

সাগরদীঘি ★ মুর্শিদাবাদ

রাজীব ষ্টোরসের ছাপ দেখে টিকিট কিনুন এবং নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

ভাগ্য ফিরাবার একটি রাস্তা,

একটি টিকিট, একটি টাকা।

হয়ত এবার আপনারই পালা

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- ❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- ❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- ❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- ❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ

মিঞাপুর

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস

ফুলতলা

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস ঃ গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন ঃ ধুলিয়ান—২১

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।